সেমিওলজি এবং গ্রামাটোলজি : জাক দেরিদার সঙ্গে জুলিয়া ক্রিস্তেভার সাক্ষাৎকার

অনুবাদ : প্রিসিলা রাজ

[প্রিসিলা রাজ কৃত এই সাক্ষাৎকারটির অনুবাদ ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রান্ত', সংখ্যা : ৫, আগস্ট, ১৯৯৩ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। এখানে তা পুনর্মুদ্রিত হল। —সম্পাদক।]

[অবিনির্মাণ (Deconstruction) একটি দার্শনিক প্রতীতি, দেরিদা যা শুরু করেন ফ্রান্সে। এ-সম্পর্কিত প্রধান প্রকাশনাগুলো বের হয় ষাটের দশকের শেষের দিকে : অবিনির্মাণ হচ্ছে উচ্চক্রমিকতার সমালোচনা—যারা নিশ্চিতি, অভেদ এবং সত্যের মতো ঐতিহ্যানুযায়ী বিষয়ের জন্য অপরিহার্য, কিন্তু দেরিদার মতে এ-পদগুলো এদের বর্তমান আসন লাভ করেছে শুধুমাত্র অন্যান্য সব উপাদানকে চাপা দিয়ে। এ-সব উপাদান সম্পর্কে চিন্তা না-করার কারণে এক সময় পশ্চিমা দর্শনে এরা পরিণত হয় অ-ভাবিত বিষয়ে এবং এগুলো সম্পর্কে চিন্তার ক্ষমতাও পশ্চিমা দর্শন হারিয়ে ফেলে কখনও কখনও। নিৎসে এবং হাইডেগারকে অনুসরণ করে দেরিদা পশ্চিমা দর্শনের এই বিশেষ পক্ষপাতকে উন্মোচন করতে চেয়েছেন 'অর্থকেন্দ্রিকতা' পদটি দিয়ে। এ-পদটির দুটি দিক—একটি কেন্দ্রীভূত হওয়া, ও অপরটি কেন্দ্র হিসেবে অর্থের (Logos) অবস্থান—সমান তাৎপর্যপূর্ণ।]

ক্রিস্তেভা : আজকের চিহ্নবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে চিহ্নের মডেল এবং এর অপরাপর অনুষঙ্গ জ্ঞাপন ও কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। এসব মডেলের "অর্থকেন্দ্রিক" (Logocentric)* ও প্রত্নকেন্দ্রিক (ethnocentric) সীমা কী কী, আর তাছাড়া অধিবিদ্যাকে এড়িয়ে একটি নতুন সঙ্কেতলিপির ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে এরা কিভাবে অসমর্থ ?

---

*লোগোস একটি গ্রীকপদ। নির্দিষ্টভাবে শব্দটির অর্থ "শব্দ"। কিন্তু সেই সাথে এটি যে ইঙ্গিতগুলো বহন করে তা হলো যুক্তি এবং সাধারণভাবে প্রজ্ঞা এবং কখনও কখনও পারমার্থিকতার ইঙ্গিত। খৃস্টধর্মের শুরুতে ধ্রুপদী দর্শনকে যুগপৎ ধারণ ও অতিক্রম করার জন্যে "লোগোস" শব্দটিকে ঈশ্বরের বাণী অর্থে ব্যবহার করা হয়। এভাবেই সৃজনীক্ষমতাসম্পন্ন স্বর্গীয় উচ্চারণে প্রজ্ঞা যোগ করা হয় (উদাহরণ, ৪র্থ গসপেল)। ঈশ্বরই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা, তাঁর বাণী বা শব্দ একই সাথে অর্থের উৎস এবং অর্থের সূচক এবং একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণী। লোগোসের প্রভাব পড়েছে বহুদূর। ইতিহাসকে হিসাবে রেখে এর মূল্যবিচারে বেরিয়ে এসেছে পুরো একগুচ্ছ অর্থ। মাধ্যমহীন অভিব্যক্তি হিসেবে বচন ভেজালহীন—এই ধারণা থেকে একে স্থাপন করা হয়েছে লেখার চেয়ে উচ্চাসনে, এবং লেখাকে গ্রহণ করা হয়েছে উচ্চারণের বিশুদ্ধতার একটি প্রয়োজনীয় কিন্তু সন্দেহজনক সম্পূরক হিসেবে। উচ্চারণ ও লেখার এই পার্থক্য গ্রীক দর্শনেও লক্ষণীয়। উচ্চারণকে বেশি মূল্য দেয়ার মধ্যে যে-প্রবণতা বিদ্যমান তা হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা, অনারোপিত ও ভেজালহীনতার আকাঙ্ক্ষা। —অনুবাদক

দেরিদা : এখানে যে-কোনো প্রয়াসই অনিবার্যভাবে একাধিক অর্থবাহী। যদি এমনটা ধরা হয় যে অধিবিদ্যাকে একদিন স্রেফ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে—যাতে আমার আদৌ বিশ্বাস নেই—তবে চিহ্নের ধারণা সেদিন অর্জন করবে প্রগতি ও একইসাথে সম্মুখীন হবে কিছু বাধার। কেননা যদি কোনো চিহ্ন উৎস ও সবধরনের প্রয়োগের দিক থেকে আধিবিদ্যক হয়ে থাকে, যদি কৃচ্ছবাদী মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ত্বের সাথে পদ্ধতিগতভাবে সুসম্পর্কিত হয়, তবে সামগ্রিকভাবে যে কাজ ও বিচ্যুতির শিকার একে হতে হবে—এবং চিহ্ন নিজেই যে-প্রক্রিয়ার একটি হাতিয়ারও বটে, সেই কাজ ও বিচ্যুতির প্রভাবে চিহ্নের অর্থসংকোচ ঘটবে। এ কাজ ও বিচ্যুতি আবার অধিবিদ্যায় এসব চিহ্ন যে-সব নিয়মের অধীন গবেষককে তা বুঝতে সাহায্য করে। এ-নিয়মগুলো আবার চিহ্নের জন্ম ও কাজ যে-পদ্ধতির মধ্যে শুরু হয়েছিলো তার সীমা ও সীমার শিথিলতা কেও বোঝায়। সুতরাং সেই সূত্রে এরা একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত উৎস থেকে চিহ্নের সরে যাওয়াকে বুঝিয়ে থাকে। এ কাজকে অবশ্যই এগিয়ে নিতে হবে যতদূরসম্ভব ; কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে যিনি কাজটা করছেন তাঁকে অবশ্যম্ভাবীভাবে এ-ধরনের একটি মডেলের "অর্থকেন্দ্রিক ও প্রত্নকেন্দ্রিক" সীমার মুখোমুখি হতে হবে। সে-মুহূর্তে খুব সম্ভবত এ-ধারণা তাঁকে ত্যাগ করতে হবে। মুশকিল হচ্ছে সীমার এই বিন্দু নির্ধারণ করাটা খুবই কঠিন, আর করলেও কখনোই তা একশভাগ নির্ভুল হয় না। চিহ্নের ধারণার সব জটিল ও সম্ভাব্য উৎসে তন্নতন্ন অনুসন্ধান চালাতে হবে, প্রত্যেক ক্ষেত্র ও পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত করতে হবে এ-অনুসন্ধানের কাজ। এখন, শুধুমাত্র বিষম বিকাশ নয় (যা সবসময়ই ঘটবে), বরং কিছু নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজনেই অন্যত্র ব্যবহৃত কোনো মডেলের শরণাপন্ন হয়তো হতে হবে, কৌশলগত কারণে যা হয়ে উঠবে অপরিহার্য। আর এজন্যই এমনকি অনুসন্ধানের সবচাইতে নতুন পর্যায়গুলোতেও এ-প্রয়োজন বাধার সৃষ্টি করবে।

সস্যুরীয় চিহ্নবিজ্ঞানের দ্বৈতচরিত্র একটি উদাহরণেই স্পষ্ট হবে। একদিকে এর রয়েছে একটি চরম অনড় জটিল ভূমিকা যা :

১. প্রথমবারের মতো ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে দ্যোতিতকে দ্যোতকের সাথে অচ্ছেদ্য বলে ঘোষণা করেছিলো, দেখিয়েছিল যে উভয়ই একই উৎপাদনের দুটি পিঠ। সস্যুর নিজে ঐ বৈপরীত্য বা "দ্বৈত একতা"কে দেহ ও আত্মার সম্পর্কের সাথে এক করে দেখতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন, "এই দ্বৈত একতাকে প্রায়ই তুলনা করা হয় মানবসত্তার একতার সাথে, দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে যার সৃষ্টি। এই তুলনা খুব সন্তোষজনক নয়।" (*Cours de linguistique generale.* পৃ: ১৪৫)

২. চিহ্নের কর্মপ্রক্রিয়ার পার্থক্যমূলক (differential) ও রূপবন্ধগত (formal) চরিত্রের ওপর জোর দিয়ে, "ভাষার বস্তুগত উপাদান ধ্বনির পক্ষে কোনোমতেই নিজে থেকে ভাষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়" ও "ভাষিক দ্যোতকের মর্মবস্তু কখনোই ধ্বনিমূলক নয়" (পৃ: ১৬৪)

দেখিয়ে এবং দ্যোতিত বিষয় ও "প্রকাশমান উপাদান" উভয়কে বস্তুনিরপেক্ষ করে, (যে-কারণে প্রকাশমান বস্তুর চরিত্র আর বিশুদ্ধ ধ্বনিমূলক থাকে না) সস্যুর ভাষাতত্ত্বকে সমগ্র চিহ্নবিজ্ঞানের শাখামাত্রে পরিণত করেছেন (পৃ: ৩৩)। এভাবে সস্যুর তাঁর চিহ্নের ধারণা যে-অধিবিদ্যা থেকে ধার করেছিলেন তার বিরুদ্ধেই একে কাজে লাগিয়ে আধিবিদ্যক ঐতিহ্যবিরোধী সামগ্রিক অভিযানেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

কিন্তু সস্যুর তাঁর প্রথা ভাঙার প্রথাকে বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারেননি, যতোটা তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন চিহ্নের ধারণার ব্যবহার। কারণ, যুগপৎ সম্পূর্ণ নতুন ও গতানুগতিক ধারায় অন্য যে-কোনো ধারণার চেয়ে একে বেশি কাজে লাগানো সম্ভব নয়। সহজ দৃষ্টিতে মনে হতে পারে অন্তত কয়েকধরনের প্রয়োগের নিয়ম চিহ্নর পদ্ধতিতে উৎকীর্ণ রয়েছে। তাঁর জটিল গবেষণাকর্ম থেকে সস্যুর যে-উপসংহারগুলো টেনেছেন অন্তত একটি পর্যায়ে তাঁকে সেসব ত্যাগ করতে হয়েছে, এবং তাঁকে যে উপযুক্ত বিকল্পের অভাবে "চিহ্ন" শব্দটির ব্যবহার অব্যাহত রাখতে হয়েছিলো তা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিলো না। "দ্যোতিত" (signified) ও "দ্যোতক" (Signifier) শব্দদুটো চালু করার কারণ ব্যাখ্যা করে সস্যুর লিখছেন : "চি হ্ন র প্রসঙ্গে বলতে হয় : যদি এ-শব্দ শেষ পর্যন্ত আমাদের রাখতেই হয় তবে তার কারণ হবে আমাদের দৈনন্দিন ভাষায় একে প্রতিস্থাপিত করার মতো এর চেয়ে ভালো কোনো শব্দ নেই" (পৃ: ৯৯-১০০)। ফলে দ্যোতিত-দ্যোতকের বিপ্রতীপ চালু করে দেওয়ার পর চি হ্ন কে দূর করে দেয়ার চেষ্টা অনেকের কাছে স্বাভাবিকভাবেই অযৌক্তিক মনে হতে পারে।

এখন, "দৈনন্দিন ভাষা" নির্দোষ বা নিরপেক্ষ নয়। আবার এটিই পাশ্চাত্য অধিবিদ্যার ভাষা, যাতে শুধু যে প্রচুর পরিমাণে এবং সবধরনের পূর্বানুমান রয়েছে তাই নয়, বরং এ-পূর্বানুমানগুলি অধিবিদ্যার সাথে রয়েছে অচ্ছেদ্য এবং একটি পদ্ধতিতে জট-পাকানো অবস্থায়; যদিও এর প্রতি গবেষকদের দৃষ্টি এ-পর্যন্ত খুব কমই আকৃষ্ট হয়েছে। আর সেজন্যই অ প র দি কে :

১। Signans (সস্যুরের দ্যোতক) ও signatum (সস্যুরের দ্যোতিত) একটি অনড় ও বিচারমূলক পার্থক্যের লালন এবং Signatum ও ধারণার সমীকরণ (পৃ: ৯৯)[১] উৎসগতভাবে আরেকটি ধা র ণা র অবকাশ তৈরি করে, যা নি জে ই নি জে কে চি হ্নি ত ক রে। এ-ধারণা ভাষা অর্থাৎ দ্যোতকের কাঠামোর সাথে কোনো সম্পর্ক ছাড়াই আমাদের চিন্তায় স্রেফ উপস্থিত থাকে। সস্যুর এই সম্ভাবনার (যা এমনকি দ্যোতক/দ্যোতিতের বিপ্রতীপ অর্থাৎ চিহ্ন যা সহজাতভাবেই ধারণ করে) পথ খুলে দিয়ে আমরা এতোক্ষণ যে বিচারমূলক সিদ্ধান্তগুলোর ওপর কথা বলছিলাম তার সাথে বিরোধ ঘটিয়েছেন। আমি যাকে "স্বাতিক্রমী দ্যোতিত" বলে অভিহিত করার প্রস্তাব করেছি সস্যুর তার ধ্রুপদী অপরিহার্যতা মেনে নিয়েছেন। উল্লেখ্য, "স্বাতিক্রমী" দ্যোতিত নিজেকে দ্যোতক হিসেবে বা নিজের জন্য অপর কোনো দ্যোতককে নির্দেশ করে না।

এটি চিহ্নের শেকলকে অতিক্রম করে। দ্যোতক হিসেবে এর আর কোনো ভূমিকা থাকে না। পক্ষান্তরে যে-মুহূর্তে কেউ স্বাতিক্রমী দ্যোতিতের সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা সত্ত্বেও স্বীকার করে নেন যে, প্রত্যেক দ্যোতিত দ্যোতকের অবস্থানে বিরাজমান, সে-মুহূর্তে দ্যোতিত ও দ্যোতক[২]-এর পার্থক্য গোড়াতেই সমস্যাসংকুল হয়ে ওঠে। এ-বিষয়টি অত্যন্ত বিচক্ষণ বিচারের দাবী রাখে এজন্যে যে : (ক) একে অবশ্যই অধিবিদ্যার সমগ্র ইতিহাসের দুঃসাধ্য অবিনির্মাণ (Deconstruction) প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হবে, যে-অধিবিদ্যা অতীতে এবং ভবিষ্যতেও চিহ্নবিজ্ঞান ও সামগ্রিকভাবে "স্বাতিক্রমী দ্যোতিত"র মৌলিক গবেষণা এবং একটি ভাষানিরপেক্ষ ধারণা সৃষ্টির পথে সমস্যা সৃষ্টি করবে। মনে রাখতে হবে এই অনুসন্ধানের প্রয়োজনের জন্ম কোনো দার্শনিক কচকচি থেকে নয়। বরং এর সৃষ্টি হয়েছে যেসব সূত্র অধিবিদ্যার ইতিহাস ও পদ্ধতির সাথে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও আমাদের "ভাবনা সংগঠন"কে গ্রথিত করেছে তাদের দ্বারা ; (খ) তাছাড়া এটা সব জায়গায় ও সব সরল ক্ষেত্রেই দ্যোতিত ও দ্যোতককে গুলিয়ে ফেলার প্রশ্নও নয়। এ বিপ্রতীপ বা পার্থক্য র‍্যাডিক্যাল বা পরম হতে পারবে না—এ-সিদ্ধান্তও এদের সক্রিয় হওয়ার বেলায় কোনো বাধা সৃষ্টি করে না, এমনকি একটা নির্দিষ্ট পরিধিতে এর প্রয়োজন একেবারে অপরিহার্য হয়ে পড়ে—যে-পরিধি আবার খুবই বিস্তৃত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, এর অনুপস্থিতিতে কোনো অনুবাদই সম্ভব নয়। ফলে স্বাতিক্রমী দ্যোতিতের ধারণাটি রূপ লাভ করেছে একটি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, স্বচ্ছ ও দ্ব্যর্থকতাহীন অনুবাদের সম্ভাবনার দিগন্তে। যে সীমার মধ্যে স্বাতিক্রমী দ্যোতিতের অস্তিত্ববান হওয়া সম্ভব বা আ পা ত দৃ ষ্টি তে স ম্ভ ব বলে মনে হয়, সেই সীমার আওতায়ই অনুবাদে দ্যোতক ও দ্যোতিতের পার্থক্য অ নু শী লি ত হয়। কিন্তু যদি এ-পার্থক্য কখনোই শুদ্ধ না-হয় তবে বুঝতে হবে অনুবাদও শুদ্ধ নয়। তখন অনুবাদের জায়গায় একে প্রতিস্থাপিত করতে হবে রূ পা ন্ত র-এর ধারণা দিয়ে, যা বোঝাবে : এক ভাষা কর্তৃক অপর ভাষার নিয়ন্ত্রিত রূপান্তর বা এক রচনা কর্তৃক অপর রচনার। আর দ্যোতনা-যন্ত্রের স্পর্শবিহীন অক্ষতযোনি দ্যোতিতদের একভাষা থেকে আরেক ভাষায় বা সে-ভাষাতেই "চালান" করার ব্যাপারে অতীতে যেমন আমাদের করার কিছু ছিলো না তেমনি ভবিষ্যতেও থাকবে না।

২. ধ্বনিমূলক উপাদানকে বন্ধনীর ভেতরে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা সত্ত্বেও ("ভাষার জন্য যা অপরিহার্য, অবশেষে আমরা দেখব ভাষাচিহ্নের ধ্বনিমূলক চরিত্রে তা আবার প্রকৃতিগত নয়" [পৃ: ২১]। "মৌলিক চারিত্র্যে"র দিক থেকে এটি [ভাষাতাত্ত্বিক দ্যোতক] একেবারেই ধ্বনিগত নয় [পৃ: ১৬৪]) সস্যুর সম্পূর্ণ আধিবিদ্যক যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে বচন এবং সেইসাথে ধ্ব নি র সাথে চিহ্নকে যুক্ত করে এমন সবকিছুকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তিনি চিন্তা ও কণ্ঠস্বর এবং অর্থ ও ধ্বনির মধ্যে "প্রাকৃতিক যোগসূত্র"র কথা বলেছেন (পৃ: ৪৬)। তিনি এমনকি "ভাবনা-ধ্বনি"র কথাও উল্লেখ করেছেন (পৃ: ১৫৬)। এ-ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি

কিভাবে ঐতিহ্যাশ্রয়ী হয় এবং কোন কোন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে অন্যত্র আমি তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। যে-ক্ষেত্রেই ভাষাতত্ত্বকে সাধারণ চিহ্নতত্ত্বের নিয়ন্ত্রক মডেল এবং "ছাঁচ" হিসেবে উপস্থিত ক'রে, এটি *Course*-এর জটিল উদ্দেশ্যের সাথে বিরোধ ঘটায়, যেখানে ন্যায়ত ও তত্ত্বগত দিক থেকে এর (ভাষাতত্ত্বের) অধিকার রয়েছে চিহ্ন-বিজ্ঞানের অংশমাত্র হওয়ার। স্বৈরীর (arbitrary) থিম এভাবেই এর সবচেয়ে ফলদায়ক পথ (বিন্যস্তকরণ) থেকে সরে গিয়ে একধরনের কুদরতি উচ্চক্রমিক সম্পর্কের পথ ধরে: "এভাবে আমরা বলতে পারি সম্পূর্ণ স্বৈরী চিহ্নসমূহই চিহ্নতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবায়িত করতে পারে; কারণ, ভাষা অভিব্যক্তির পদ্ধতিসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জটিল ও বিস্তৃততম; এবং সবচেয়ে প্রতিনিধিমূলকও বটে। এদিক থেকে ভাষাতত্ত্ব সব চিহ্নতত্ত্বের সাধারণ ছাঁচ হতে পারে, যদিও ভাষা একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিমাত্র" (পৃঃ ১০১)। হেগেলে আমরা ঠিক একই প্রয়াস ও একই ধারণা পাই। *Course*-এর দুই মুহূর্তের এই স্ববিরোধ সস্যুরের দৃষ্টি এড়ায়নি। অন্যত্র তিনি বলেছেন: "ব্যাপারটা এরকম নয় যে ভাষার কথ্যরূপ মানুষের জন্যস্বাভাবিক। মানুষের জন্য যা স্বাভাবিক তা হলো তার মধ্যে সৃষ্ট ভাষাগঠনের একটি বিভাগ, অর্থাৎ কতোগুলি নির্দিষ্ট চিহ্নের একটি পদ্ধতি…" অর্থাৎ যে-কোনো উপাদান, যেমন ধ্বনির নিরপেক্ষ সংকেত ও উচ্চারণ (articulation) এর সম্ভাবনা।

৩. চিহ্নের ধারণার (দ্যোতক/দ্যোতিত) অন্তর্গত প্রকৃতির মধ্যেই ধ্বনিবস্তুকে তুলনামূলকভাবে বেশি মূল্য দেয়ার ও ভাষাতত্ত্বকে চিহ্নতত্ত্বের "ছাঁচ" হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন বিদ্যমান। ফলে দ্যোতিত-ধারণার চিন্তার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত উপাদান ধ্বনি দ্যোতনাকারী উপাদান হিসেবে সচেতনে প্রেরিত হয়। বিষয়টিকে এভাবে দেখলে কণ্ঠস্বরকে সচেতনের সাথে এক করে ফেলতে হবে। যখন আমি কথা বলি, তখন নিজের ভাবনার সাথে উপস্থিত আছি সে-বিষয়েই যে শুধু সচেতন থাকি তাই নয়, বরং আমার কথা যেন ভাবনা বা "ধারণা"র যথাসম্ভব কাছাকাছি থাকে সচেতন থাকি সে-বিষয়েও। এ-"ধারণা" হচ্ছে একটি উপযুক্ত দ্যোতকের ধারণা, যা উচ্চারিত হয়েই হারিয়ে যায় না, বরং প্রকাশ করা মাত্রই যাকে আমি শুনতে পাই, যা নির্ভর করে আমার বিশুদ্ধ ও স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর এবং যে-দ্যোতকের জন্য দরকার নেই কোনো যন্ত্রের, বাইরের জগত থেকে ধার করা কোনো অনুষঙ্গের। এখানে দ্যোতক ও দ্যোতিতকে শুধু যে একাত্ম মনে হয় তাই নয়, এই বিভ্রান্তির মাঝে থেকে ধারণা নিজে যা, তা যেন সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে সেজন্য দ্যোতক নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলে বা স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং নির্দেশ করে শুধুমাত্র ধারণার উপস্থিতিকে। এখানে দ্যোতিকের বহিরাঙ্গিকতা যেন হ্রাস পায়। স্বাভাবিকভাবেই এ-ধরনের অভিজ্ঞতা একধরনের টোপের কাজ করে, তবে এটা এমন এক টোপ যার প্রয়োজন সংগঠিত করেছে একটি সম্পূর্ণ কাঠামো কিংবা একটি সম্পূর্ণ যুগের, এবং এই যুগের ওপর

ভিত্তি করেই একটা চিহ্নতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যার ধারণা ও মৌলিক পূর্বানুমানসমূহকে আরিস্ততল, রুশো, হেগেল প্রমুখ—প্লেটো থেকে হুসার্ল পর্যন্ত সব দার্শনিক—থেকে সহজেই আলাদা ক'রে চিনে নেয়া যায়।

৪. দ্যোতকের বহিরাঙ্গিকতাকে হ্রাস করার অর্থ মনোগত নয় এমন সবকিছু থেকে চিহ্নতাত্ত্বিক অনুশীলনকে বের করে দেয়া। এখন ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্নকে যে-অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতেই সস্যুরের "ভাষিক চিহ্ন হচ্ছে দুপিঠ সম্বলিত একটি মনোগত সত্তা" (পৃ: ৯৯) প্রস্তাবটি উচ্চারিত হতে পারে। ধরা যাক এ-প্রস্তাবের স্বগত ও সম্ভাব্য উভয়তই একটি অনড় মানে রয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে ধ্বনিভাষিক বা অন্য যে-কোনো চিহ্নের ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব আদৌ প্রযোজ্য কিনা। একইভাবে একমাত্র ধ্বনিতাত্ত্বিক চিহ্নকে সবধরনের চিহ্নের "ছাঁচ" না-ধরে চিহ্নশাস্ত্রকে মনোবিজ্ঞানের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব কিনা ভেবে দেখতে হবে। যাই হোক, এ-বিষয়ে সস্যুর যা বলেছেন : "এভাবেই একজন একটি বিজ্ঞানকে ধারণ করবেন যা সমাজজীবনের অন্তর্প্রদেশে চিহ্নের জীবনকে পর্যবেক্ষণ করবে ; গঠন করবে সমাজমনোবিজ্ঞানের একটি শাখার, এবং যা অবশেষে পরিগঠিত হবে সাধারণ মনোবিজ্ঞানে ; আমরা একে চিহ্নশাস্ত্র (গ্রীক *semeion* থেকে "চিহ্ন") নামে আখ্যায়িত করবো। এ-শাস্ত্র আমাদের চিহ্ন কী দিয়ে তৈরী, কোন কোন নিয়মে এরা নিয়ন্ত্রিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষা দেবে। যেহেতু এখনও এর অস্তিত্ব নেই, তাই কারো পক্ষে বলা সম্ভব নয় এটি কী রকম হবে ; কিন্তু এর থাকার অধিকার রয়েছে, এবং এর জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ভাষাতত্ত্ব এই সাধারণ বিজ্ঞানের একটি অংশমাত্র, চিহ্নশাস্ত্র যে-নিয়মগুলো আবিষ্কার করবে সেগুলো ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে এবং এটি অবশেষে মানবজীবনের সামগ্রিক বাস্তবতায় নিজের জন্য একটি স্পষ্টভাবে নির্ধারিত ক্ষেত্র খুঁজে নেবে। আর মনোবিজ্ঞানীরই কাজ হবে চিহ্নতত্ত্বের জন্য সঠিক স্থানটি নির্ধারণ করা" (পৃ: ৩৩)।

অবশ্যই আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক ও চিহ্নতাত্ত্বিকরা সস্যুরের অনুগামী নন, তাঁদের কাছে সস্যুরীয় "মনস্তত্ত্ববাদ"-এর কোনো মূল্য নেই আর কোপেনহেগেন ঘরানা ও মার্কিনী ভাষাতত্ত্বে তো রয়েছে সস্যুরের বিস্তারিত সমালোচনা। কিন্তু সস্যুরের ওপর আমার জোর দেয়ার কারণ একেবারেই এই নয় যে যাঁরা তাঁর সমালোচনায় পঞ্চমুখ তাঁরাও তাঁকে চিহ্নতত্ত্বের জনক হিসেবে স্বীকার করেন এবং তাঁদের বেশিরভাগ ধারণা সস্যুরের কাছ থেকেই ধার করা। বরং এ-কারণেই যে, চিহ্নের ধারণার "মনস্তাত্ত্বিক" ব্যবহারকে খারিজ করার মতো বিষয় বলে আমার মনে হয় না। মনস্তত্ত্ববাদ একটা ভালো ধারণার খারাপ ব্যবহারমাত্র নয়, বরং এটি চিহ্নের ধারণার মধ্যেই উৎকীর্ণ থাকে আর এর প্রয়োগেও মনস্তত্ত্ববাদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, সেই একই দ্ব্যর্থক ভঙ্গিতে—এ-প্রশ্নের উত্তরে শুরুতে যার উল্লেখ করা হয়েছে। চিহ্নের মডেলের ওপর এ-দ্ব্যর্থকতা একধরনের বোঝার মতো। কিন্তু এ-দ্ব্যর্থকতাই আবার স্বয়ং "চিহ্নতাত্ত্বিক"-প্রকল্প

ও এর ধারণাসমূহের গাঠনিক সমগ্রতাকে শনাক্ত করে। বিশেষত জ্ঞাপনের সমগ্রতাকে যা কার্যত, চলনসঞ্জাত এক পরিবহতার ইঙ্গিত দেয়—যে-পরিবহতা সরণপ্রক্রিয়া ও চিহ্নিতকরণক্রিয়া থেকে পৃথকযোগ্য দ্যোতিত বস্তু, অর্থ বা ধারণার পরিচয় এক বিষয়ী থেকে অপর বিষয়ীতে প্রেরণ করে। জ্ঞাপন আগে থেকেই বিষয়ী (যার পরিচয় ও উপস্থিতি চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া শুরুর আগেই গঠিত হয়ে গেছে) এবং বিষয় (দ্যোতিত ধারণা ও একটি ভাবনা-অর্থ যাকে গঠন বা রূপান্তর করার ক্ষমতা জ্ঞাপনের সরণক্রিয়ার থাকে না) ধরে নেয়। *A* জ্ঞাপন করে *B*-কে *C*-এর কাছে। চিহ্নের মাধ্যমেই প্রেরক গ্রাহককে কোনো কিছু জ্ঞাপন করে, ইত্যাদি।

কিন্তু এছাড়া কা ঠা মো র ধারণার যে প্রসঙ্গ আপনি তুলেছেন তা আরও ধোঁয়াটে। পুরো ব্যাপারটিই নির্ভর করছে একে (কাঠামোর ধারণা) কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেন তার ওপর। চিহ্ন ও সেইসূত্রে চিহ্নতত্ত্বের ধারণার মতোই কাঠামোর ধারণাও অর্থ-কেন্দ্রিক ও প্রত্নকেন্দ্রিক নিশ্চিতিকে দৃঢ় করতে পারে—আবার একইসাথে পারে কাঁপিয়ে দিতে। তাছাড়া আমাদের সমস্যা এ-ধারণাগুলোকে ফেলে দেয়ার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নয়, আর এ-কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়গুলোও আমাদের হাতে নেই। নিঃসন্দেহে আজকে যে-বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্ব পাবার অধিকার রাখে তা হলো চিহ্নতত্ত্বের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে আমাদের কাজের একটি সংশোধিত ক্ষেত্র ও নতুন সব পরিকল্প গঠন করা। এই সংস্কার সাধিত হবে ধারণার রূপান্তর ও বিচ্যুতি, যেসব পূর্বানুমানের ওপর এরা প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাদের বিরুদ্ধেই এদের প্রয়োগ এবং নতুন শৃঙ্খলায় এদের পুনর্স্থাপনের মাধ্যমে। আজকাল যাকে বলা হয় "জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাঙন" সে-ধরনের কোনো দ্ব্যর্থহীন ভাঙচুরে আমি বিশ্বাসী নই। যে-কোনো ভাঙচুরই সবসময়ই ফিরে আসে পুরোনো পোশাকে, আরও মারাত্মকভাবে। একে ক্রমাগত ও বারবার উন্মোচন করে যেতে হবে। এই উন্মোচন কোনো আকস্মিক বা অনিশ্চিত ব্যাপার নয় বরং তাত্ত্বিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি প্রয়োজনীয় ও পদ্ধতিগত ক্রিয়া। এটি নির্দিষ্ট কিছু ভাঙচুরের প্রয়োজনীয়তা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং নতুন কাঠামোসমূহের আবির্ভাব ও সংজ্ঞায়নের গুরুত্ব কোনো অর্থেই হ্রাস করে না…

ক্রিস্তেভা : "উপস্থিতিহীনতার নতুন কাঠামো" হিসেবে লিখনচিহ্নের সংজ্ঞা কী? অ পে ক্ খা হিসেবে লেখার সংজ্ঞা কী? চিহ্নতত্ত্বের এই ধারণাগুলো এর চাবিধারণা (ধ্বনিতাত্ত্বিক) চি হ্ন ও কা ঠা মো য় কী কী ফাটল ধরিয়েছে? লিখনতত্ত্বে র চ না র ধারণার প্রচলন কিভাবে প্রতিস্থাপিত করেছে প্র স্তা ব না র ভাষাতাত্ত্বিক ও চিহ্নতাত্ত্বিক ধারণাকে?

দেরিদা : লেখার সংকোচন দ্যোতকের বহিরাঙ্গিকতার সংকোচনের মতোই ধ্বনি-তত্ত্ববাদ ও অর্থকেন্দ্রিকতাবাদের অপরিহার্য অংশ। আমরা জানি সস্যুর কিভাবে প্লাতো, আরিস্ততল, রুশো, হেগেল ও হুসার্ল প্রমুখের ঐতিহ্য অনুসরণ করে লেখাকে

ভাষা ও বচন (speech) তথা ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্র থেকেই বিদায় করেছিলেন। পূর্বোক্ত পূর্বসূরীদের মতোই লেখা তাঁর কাছে ছিলো বাইরের উপস্থিতির মতো অপ্রয়োজনীয় ও বিপজ্জনক ঘটনা : "ভাষাকে লিখিত ও উচ্চারিত শব্দসংযোগে গঠিত বস্তু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না— এক্ষেত্রে শুধুমাত্র দ্বিতীয়টিই একে গঠন করে" (পৃ: ৪৫); "[ভাষার] অভ্যন্তরীণ সংগঠনে লেখা একটি বহিরাগত বস্তু" (পৃ: ৪৪); "লেখা ভাষা সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তমসাচ্ছন্ন করে : ভাষাকে এটি কোনো পোশাক পরায় না, বরং এর অক্ষম অনুকরণ করে" (পৃ: ৫১)। ভাষার সাথে লেখার বন্ধন আসলে "ভাসা ভাসা," "কৃত্রিম।" এটা একটা "অদ্ভুতুড়ে" ব্যাপার যে লেখার যেখানে হওয়ার কথা ছিলো একটা "প্রতিফলন" মাত্র তাই "দখল করে বসেছে মূল ভূমিকা" ফলে "উল্টে গিয়েছে স্বাভাবিক সম্পর্ক" (পৃ: ৪৭)। লেখা হচ্ছে একটা "ফাঁদ," এর কাজ "বীভৎস," "স্বৈরাচারী।" রাক্ষুসে কুকর্মের কারণে এতে জন্ম নিয়েছে "বিকলাঙ্গ বস্তু"। "ভাষাতত্ত্বের উচিত এদের একটি বিশেষ বিভাগে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখা" (পৃ: ৫৪), ইত্যাদি। এসব বিবৃতি লেখা সম্পর্কে যে-ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে স্বাভাবিকভাবেই তা ("ভাষা ও লেখা বস্তুত দু'টি স্বতন্ত্র চিহ্নপদ্ধতি, যেখানে দ্বিতীয়টির অ স্তি ত্বে র উ দ্দে শ্য ই হচ্ছে প্রথমটির প্র তি নি ধি ত্ব করা" (পৃ: ৪৫) ধ্বনিবর্ণমালাকেন্দ্রিক লেখার চর্চার সাথে যুক্ত—যে-বিষয়ে সস্যুর উপলব্ধি করেছেন তাঁর পড়াশোনা "সীমিত" (পৃ: ৪৮)। ফলে বর্ণমালাকেন্দ্রিক লেখা বচনকে উপস্থিত করে বলে মনে হয় এবং একই সাথে এও মনে হয় যে বচনের উপস্থিতিতে লেখা নিজেকে মুছে ফেলে। আসলে যা প্রমাণ করা যেতো এবং যা আমি চেষ্টাও করেছি—বিশুদ্ধ ধ্বনিতাত্ত্বিক লেখা বলে কিছু নেই এবং ধ্বনিতত্ত্ববাদ যতোটা একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতিতে অক্ষর অনুশীলনের ফল, তার চেয়ে বেশি ওই অনুশীলনজাত একটি নির্দিষ্ট নৈতিক ও স্বতোসিদ্ধমূলক অ ভি জ্ঞ তা। লেখার উচিত প্রাণময় বচনের পূর্ণতার কাছে নিজেকে মুছে ফেলা, যে প্রাণময় বচন (Living speech), সঙ্কেতলিপির স্বচ্ছতায় নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত হয় যে-ব্যক্তি এটি উচ্চারণ করছে ও যে-ব্যক্তি গ্রহণ করছে এর অর্থ, বিষয় ও মূল্য উভয়েরই তাৎক্ষণিক প্রতিনিধি হিসেবে।

এখন, কেউ যদি ধ্বনিতাত্ত্বিক লেখার মডেলে নিজেকে সীমিত রাখা থেকে বিরত হন—আমাদের প্রত্নকেন্দ্রিক মনোভাবের কারণেই যে-মডেলের প্রতি আমরা পক্ষপাত দেখিয়ে থাকি—এবং বিশুদ্ধ ধ্বনিতাত্ত্বিক লেখা বলে কিছু নেই এই সত্যি থেকে যদি সব উপসংহারগুলো টানি (লেখ একক ইত্যাদির কাজে অপরিহার্য চিহ্ন, যতি, বিরতি ও পার্থক্যের বিন্যাসের কারণে) তাহলে ধ্বনিতত্ত্ববাদ ও অর্থকেন্দ্রিকতার সমস্ত যুক্তিই নড়বড়ে হয়ে যায়। এদের বৈধতার পরিসর হয়ে ওঠে সঙ্কীর্ণ ও ভাসা-ভাসা। সস্যুরের মতোই কেউ যদি ন্যূনতম সংগতির সাথে পার্থক্যের নীতিগুলোকে বুঝতে চায় তবে তার জন্য এই সঙ্কীর্ণতা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এ নীতি আমাদের একটি

উপাদানকে বাদ দিয়ে (এখানে লৈখিক—তথাকথিত স্থানিক উপাদান) অপরটিকে (এখানে ধ্বনি—তথাকথিত কালিক উপাদান) অগ্রাধিকার না-দিতে বাধ্য করে। শুধু তাই নয়, পার্থক্যের এ নীতির কারণেই আমরা চিহ্নিতকরণের প্রত্যেক প্রক্রিয়াকে পার্থক্যের রূপবন্ধগত অনুশীলন হিসেবে বিবেচনা করতে বাধ্য হই। একে সুপ্তচিহ্নের অনুশীলনও বলা যায়।

সুপ্তচিহ্ন কেন? আর কী-অধিকারেই বা আমরা লিখনতত্ত্বের পুনঃপ্রচলন ঘটাচ্ছি—যখন ধ্বনিগত, লৈখিক ও অন্যান্য সব উপাদানের পূর্ণ নিরপেক্ষায়ন ঘটিয়েছি বলে মনে হচ্ছে? এটা অবশ্যই লেখার সেই একই পুরোনো ধারণায় আশ্রয়গ্রহণ কিংবা যে-অপ্রতিসাম্য এখন সমস্যাগ্রস্ত হয়ে উঠেছে অবস্থান উল্টে দিয়ে তার সমাধানের প্রশ্ন নয়। লেখার একটি নতুন ধারণা দাঁড় করানোকে ঘিরেই এখনকার প্রশ্ন। এই ধারণাকে লি খ ন চি হ্ন বা অ পে ক্ খা নামে ডাকা যেতে পারে। পার্থক্যের অনুশীলনের পরিণতিতে অনুমিত সংশ্লেষক ও নির্দেশকেরা যে-কোনো মুহূর্তে বা যে-কোনো অর্থে প্রত্যেক সাধারণ উপাদানেরই শুধুমাত্র নিজের জন্য অথবা নিজেকে নির্দেশ করে উপস্থিতির ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। বচন বা লেখা উভয় শৃঙ্খলাতেই কোনো মৌল উপাদান স্রে ফ উ প স্থি ত নয় এমন আরেকটি উপাদানকে নির্দেশ করা ছাড়া চিহ্ন হিসাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে না। আন্তর্বুননের ফলে কাঠামোর প্রত্যেক "মৌলিক উপাদান" তথা লেখ একক বা ধ্বনি একক শৃঙ্খলার (বা পদ্ধতির) অন্যান্য মৌলিক উপাদানগুলোর সুপ্তচিহ্ন বহনের নিয়মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এই আন্তর্বুনন বা বুনটই হচ্ছে রচনা, যা উৎপন্ন হয়েছে শুধুমাত্র আরেকটি রচনার রূপান্তরের মধ্যে। তাই উপাদান বা পদ্ধতির কোথাও স্রেফ উপস্থিত বা অনুপস্থিত বলে কিছু নেই, বরং সর্বত্র যা আছে, তা হলো সুপ্তচিহ্নের পার্থক্য ও সুপ্তচিহ্নের সুপ্তচিহ্নসমূহ। আর তাই চিহ্নতত্ত্বের সবচেয়ে সাধারণ ধারণা হচ্ছে লিখনচিহ্ন—যা এভাবে অবশেষে হয়ে ওঠে লিখনতত্ত্ব এবং সঙ্কীর্ণতম অর্থে লেখার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, সমগ্র ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়। লিখনচিহ্নের ধারণার নিজেকে চিহ্নিত করা বা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ক্ষমতা অন্যান্য ধারণাগত উপাদান থেকে বেশি নয়—তাই সবসময়ই এর একটি নির্দিষ্ট ব্যাখ্যামূলক পরিপ্রেক্ষিত থাকবে—এ-শর্তে লিখনচিহ্নের ধারণার যে-সুবিধাটি তৈরি হয় তা হলো, এটি নীতিগতভাবে "চিহ্ন"র ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রবণতাকে নাশ করে এবং "লৈখিক-বস্তু" পুরো বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রকে (অর্থাৎ পশ্চিম অতিক্রম করে লেখার পদ্ধতি ও ইতিহাস) উন্মুক্ত করে ভা র সা ম্য নি য়ে আ সে। বলাবাহুল্য এ ক্ষেত্রের সম্ভাবনা একেবারেই সঙ্কীর্ণ না-হওয়া সত্ত্বেও একে এতোদিন অপাংক্তেয় করে রাখা হয়েছিলো।

সুতরাং অ পে ক্ খা হিসেবে লিখনচিহ্ন পরিণত হচ্ছে এমন একটি কাঠামো ও চলনে, উপস্থিতি/অনুপস্থিতির বিপ্রতীপের ভিত্তিতে, যার স্বরূপ আর ধারণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। পার্থক্য, পার্থক্যের সুপ্তচিহ্ন ও বিন্যাসের (যার মাধ্যমে মৌলিক

উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়) পদ্ধতিগত ক্রিয়া হচ্ছে অপেক্‌খা। বিন্যাস হচ্ছে বিরতিসমূহের যুগপৎ সক্রিয় ও অক্রিয় (উল্লেখ্য এখানে differance (অপেক্‌খা) এর a, এই সক্রিয়তা ও অক্রিয়তাসংক্রান্ত দ্বিধার প্রতি ইঙ্গিত করে। অপেক্‌খার ওপর এ-বিপ্রতীপের যেমন নিয়ন্ত্রণ নেই তেমনি একে এদের মধ্যে ভাগও করে দেয়া যায় না)৩ উৎপাদন, যাকে ছাড়া "পূর্ণ" পদগুলো (term) অর্থবহ হবে না বা ক্রিয়া করবে না। আবার এটা বাচনিক শৃঙ্খলার হয়ে ওঠা স্থানও বটে, যাকে কালিক (temporal) বা রৈখিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই হয়ে ওঠা স্থানই সম্ভব করে তোলে লেখাকে, এবং বচন ও লেখার একটি থেকে আরেকটিতে গমন ও এদের মধ্যে সবধরনের যোগাযোগকে।

এখানে Différance (অপেক্‌খা)-এর a দিয়ে যে-সক্রিয়তা ও উৎপাদনশীলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তা পার্থক্যের (difference) অনুশীলনের সৃজনশীল চলনকে নির্দেশ করে। পরেরটি (difference) আকাশ থেকে পড়েনি কিংবা এটি অংশও নয় কোনো বদ্ধ পদ্ধতির, যা খতিয়ে দেখার জন্য একটা শ্রেণীবিভাজিত ও সমলয়ী ক্রিয়াই যথেষ্ট ছিলো। পার্থক্য হচ্ছে রূপান্তরেরই ফল। এর এই সুবিধাজনক অবস্থানের কারণেই অ পে ক্‌ খা র থিম স্থায়ী, সমলয়ী, বৈজ্ঞানিক-শ্রেণীবিভাজিত ও ঐতিহাসিক মোটিফসম্বলিত কা ঠা মো র ধারণার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এটা বলাই বাহুল্য, কাঠামো শুধুমাত্র এই মোটিফ দ্বারাই সংজ্ঞায়িত হয় না, এবং পার্থক্যের ফসল অপেক্‌খা কাঠামোবিহীন নয় : অ পে ক্‌ খা জন্ম দেয় পদ্ধতিগত ও নিয়ন্ত্রিত রূপান্তরসমূহের, যা একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে কাঠামোগত বিজ্ঞানের জন্য জায়গা ছেড়ে দেয়ায় সক্ষম। অ পে ক্‌ খা র ধারণা এমনকি "কাঠামোবাদ"-এর জন্য সবচাইতে বৈধ নৈতিক পরিস্থিতিও তৈরি করে।

সুতরাং ভাষা এবং সাধারণভাবে যে-কোনো চিহ্নতাত্ত্বিক সঙ্কেত হচ্ছে কার্য, সস্যুর যাদের অভিহিত করেছেন "শ্রেণীবিভাজন" নামে—কিন্তু অ পে ক্‌ খা র চলনের বাইরে কোথাও উপস্থিত কোনো বিষয়, বস্তু কিংবা সত্তা এই কার্যের কারণ হিসেবে কাজ করে না। যেহেতু চিহ্নতাত্ত্বিক অ পে ক্‌ খা র বাইরে বা আগে কোনো "উপস্থিতি" নেই, সেহেতু চিহ্নের সাধারণ সংগঠন সম্পর্কেই সস্যুরের ভাষাসম্পর্কিত এই বিবৃতিটি খাটতে পারে : "বচনকে বুদ্ধিগ্রাহ্য করা এবং এর আর-সব উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভাষার প্রয়োজন ; কিন্তু ভাষাপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন বচনের, ঐতিহাসিকভাবে যদিও বচনই আসে আগে।" এখানে একটি চক্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, কেউ যদি ভাষা ও বচন, সঙ্কেত ও সংবাদ, পরিকল্প ও ব্যবহারের প্রত্যেক জোড়কে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে এদের প্রত্যেকটির নিরপেক্ষ বিচারে ব্রতী হয় তবে সে শুরুর বিন্দু খুঁজে পাবে না, বুঝতে পারবে না ভাষা বা বচনের—সাধারণভাবে কোনোকিছুরই—শুরু কিভাবে ঘটে থাকে। সুতরাং ভাষা ও বচন, সঙ্কেত ও সংবাদ ইত্যাদিকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন (এবং বিচ্ছিন্নের আনুষাঙ্গিকসহ) করার আগে পার্থক্যের একটি পদ্ধতিগত

উৎপাদন, পার্থক্যের পদ্ধতির উ ৎ পা দ ন—অর্থাৎ অ পে ক্ খা কে স্বীকার করে নিতে হবে—আর অপেক্খার কার্যকারিতার আওতায় বিমূর্ততা ও স্থির উদ্দেশ্যের সাহায্যে একসময় আমরা সক্ষম হবো ভাষার ভাষাতত্ত্ব ও বচনের ভাষাতত্ত্বের পরিধিনির্ণয়ে, ইত্যাদি।

তাই অপেক্খা ও বিন্যাস (spacing)-এর পূর্ববর্তী উপস্থিত ও পার্থক্যহীন কোনো সত্তা নেই। অ পে ক্ খা র মধ্যস্থতাকারী, রচয়িতা বা প্রভু বলে এমন কোনো জিনিস নেই শেষ পর্যন্ত যার স্থান অভিজ্ঞতাবাদী অ পে ক্ খা দখল করতে পারে। বিষয়ীমুখীনতা—বিষয়মুখীনতার মতোই—অ পে ক্ খা র ফল, এবং এটি অ পে ক্ খা র পদ্ধতিতেই ফল হিসেবে উৎকীর্ণ থাকে। তাই *différance* (অপেক্খা) এর *a* এ-ও নির্দেশ করে যে বিন্যাস আবার কালিক বিন্যাসও, এবং একই সাথে নির্দেশ করে একটি পথের ছক ও বিরতিকে, যার মাধ্যমে স্বজ্ঞা, অবধারণ ও সম্পূর্ণতাকে—এক কথায়, বর্তমানের সাথে সম্পর্ক, বর্তমান বাস্তব ও একটি অস্তিত্বের প্রতি নির্দেশ—স্থগিত করা হয়। পার্থক্যের মৌল নীতি অনুযায়ীই স্থগিতকরণ সম্পন্ন হয়। এ-নীতি অনুসারে একটি মৌল উপাদান সুপ্তচিহ্নকে যথাসম্ভব কম ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আরেকটি কোনো উপাদানকে নির্দেশ কোরেই কেবলমাত্র এর যাবতীয় কাজ অর্থাৎ দ্যোতিত করা, অর্থগ্রহণ ও জ্ঞাপন ইত্যাদি সম্পন্ন করতে পারে। অপেক্খার এই মিতব্যয়ী প্রবণতা একটি নির্দিষ্ট অসচেতন হিসাবকে একাধিক শক্তির একটি ক্ষেত্রে অনুশীলনের জন্য নিয়ে আসে। অ পে ক্ খা র এই মিতব্যয়ী দিক এর অপর তুলনামূলক সঙ্কীর্ণ চিহ্নতাত্ত্বিক দিকের সাথে অচ্ছেদ্য। বিষয়ী, বিশেষত চেতন ও কথক যেন পার্থক্যের পদ্ধতি ও অ পে ক্ খা র চলনের ওপর নির্ভর করে তা অ পে ক্ খা র মিতব্যয়িতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই সাথে বিষয়ী যাতে উপস্থিত না থাকে, সর্বোপরি এর নিজের কাছে নিজের উপস্থিতি যেন অ পে ক্ খা র সামনে নেই হয়ে যায় এবং বিষয়ী যেন নিজের থেকে বিভাজিত হয়ে স্থান, কালিকবিন্যাস ও নির্দেশক-এ রূপায়িত হয় সেদিকেও এটি লক্ষ্য রাখে এবং নিশ্চিত করে ভাষাসম্পর্কিত সস্যুরের এ-সিদ্ধান্তটিকে : "ভাষা [যা শুধুমাত্র পার্থক্য দিয়ে তৈরি] কথকের ক্রিয়া নয়।" যে-মুহূর্তে অ পে ক্ খা ও এর সাথে যুক্ত শৃংখল সক্রিয় হয়ে ওঠে সে-মুহূর্তে অধিবিদ্যার সবকটি বিপ্রতীপ (দ্যোতক/দ্যোতিত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য/বুদ্ধিগ্রাহ্য, লেখা/বচন, অক্রিয়তা/সক্রিয়তা ইত্যাদি) মূল্যহীন হয়ে পড়ে ততোদূর পর্যন্ত যতোদূর এরা শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো 'উপস্থিতি'র (উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বিষয়ীর সব ক্রিয়ায় এর নিজের উপস্থিতির ধরনে, প্রত্যেক আপতিকতা ও ঘটনা, এর "সজীব বচন" ও প্রস্তাবনাসমূহ, এর ভাষায় উপস্থিত বিষয় ও ক্রিয়ার পেছনে এর উপস্থিতি) প্রতি নির্দেশ করে। এ বিপ্রতীপগুলো কোনো-এক-সময়ে প্রাক্-অপেক্খা একটি মূল্য বা অর্থের মূল্যায়ন করে অ পে ক্ খা র চলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। অ পে ক্ খা র পূর্ববর্তী এ-অর্থ বা মূল্য চূড়ান্ত বিশ্লেষণে অ পে ক্ খা র চেয়ে

মৌলিক, অতিক্রমী ও এর নিয়ন্ত্রক। এ হচ্ছে এখনো পর্যন্ত তারই উপস্থিতি, ওপরের আলোচনায় যাকে আমরা অভিহিত করেছি "স্বাতিক্রমী দ্যোতিত" নামে।

ক্রিস্তেভা : বলা হয় যে "অর্থ"র অবভাসতাত্ত্বিক ধারণা এবং চিহ্নতত্ত্বে "অর্থ"র ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন দিক থেকে তাহলে এরা পরস্পরের সম্পূরক, এবং চিহ্নতাত্ত্বিক প্রকল্পের আন্ত:আধিবিদ্যক সীমা কতোদূর ?

দেরিদা : এটা ঠিকই যে "অর্থ"র ধারণার অবভাসতাত্ত্বিক বিস্তারকে প্রথম দৃষ্টিতে খুবই বিস্তৃত ও অনেক কম অনড় বলে মনে হয়। সব অভিজ্ঞতাই অর্থ করার (meaning=Sinn) অভিজ্ঞতা। সচেতনে ধরা পড়ে এবং সচেতনের-জন্য-গৃহীত এমন সবকিছুই হচ্ছে অ র্থ। অর্থ হচ্ছে অবভাসের অবভাসিকতা। হুসার্ল তাঁর *Logical Researches*-এ Frege-কৃত *sinn* ও *Bedeutung*-এর পার্থক্যকে নাকচ করে দিয়েছেন। পরে অবশ্য এ-পার্থক্য তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিলো, যদিও একে তিনি Frege-র মতো করে বোঝেননি। এ-স্বাতন্ত্র্য তাঁর জন্য অর্থের দু'দিকের বিভাজনরেখা হিসেবে কাজ করেছে—যার এপারে রয়েছে সবচেয়ে বিস্তৃত পরিসরে অর্থের *(sinn)* সাধারণ তাৎপর্য, আর অপরপারে রয়েছে চিহ্নিতকরণরূপে *(Bedeutung)* অর্থ ; যা যৌক্তিক ও ভাষাতাত্ত্বিক প্রস্তাবনার একটি উপাদান। এই মুহূর্ত থেকেই আপনি যাকে সম্পূরকতা বলেছেন, তার শুরু হতে পারে। নিচের উদাহরণে বিষয়টি পরিষ্কার হবে :

১. হুসার্ল উচ্চারণ (enunciation) বা চিহ্নিত করার যে ইচ্ছা (intention of signification=*Bedeutungs-intention*) থেকে উচ্চারণ "প্রাণময়" হয়ে ওঠে তা থেকে অর্থকে *(sinn* কিংবা *Bedeutung)* আলাদা করতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি চিহ্নিতকরণ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) ক্ষেত্র—যার মৌলিকত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও একে নির্বাসিত করেছেন নিজের ন্যায়ব্যাকরণগত সমস্যা থেকে—এবং দ্যোতিত অর্থের ক্ষেত্রের (যা বুদ্ধিগ্রাহ্য, আদর্শ ও "আধ্যাত্মিক") মধ্যে স্পষ্ট বিভাজনরেখা টানার প্রয়োজন বোধ করেছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হয় যদি *Ideas* থেকে উদ্ধৃত প্যারাটিতে আমরা চোখ বুলাই :

> শুরু করা যাক অভিব্যক্তির দু'দিকের সুপরিচিত পার্থক্য দিয়ে। এগুলো হচ্ছে অভিব্যক্তির সংবেদ অর্থাৎ শারীরিক দিক ও অসংবেদ অর্থাৎ "মানসিক" দিক। প্রথমটির বিস্তারিত আলোচনা কিংবা দু'টির সংযোগপন্থার বিশদ ব্যাখ্যায় যাওয়ার দরকার নেই। যদিও এখানে শিরোনাম-আকারে আমরা এমন কিছু অবভাসতাত্ত্বিক সমস্যার ইঙ্গিত পেয়ে গেছি যেগুলো উপেক্ষা করার মতো নয়। এখন আমাদের দৃষ্টি শুধুমাত্র "অর্থ" [*Bedeutung=meaning*] এবং "কিছু-একটা-বোঝানো"র *Bedeuten=meaning something*] ওপর নিবদ্ধ রাখবো। এ-শব্দদুটো মূলত বচনের [*sprachliche Sphare=sphare of speech*] "অভিব্যক্তি"র ক্ষেত্রের [*des Ausdruckens=expression*] সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু জ্ঞানের দিকে

প্রায় একটি অনিবার্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল, এসব শব্দের অর্থকে সংশোধন কোরে এমন রূপ দেয়া, যাতে করে এরা একটা নির্দিষ্ট উপায়ে পুরো noetico-noematic ক্ষেত্রের পরিধিতে ও সব কাজের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারে, তা এরা অভিব্যক্তির সাথে অন্তর্বিজড়িত [interwoven = *verflochten*] হোক বা না হোক। স্বেচ্ছায় অংশ-নেয়া অভিজ্ঞতার বর্ণনার সময় আমরা এ-ব্যাপারটিকেই মাথায় রাখি, ফলে সবই তখন আমাদের "বো ধ" কে অনুসরণ করে বলি। এখানে বো ধ (*sense = sinn*) হচ্ছে সেই শব্দ, যা সাধারণভাবে "অর্থ" (meaning = *Bedeutung*) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পৃথকীকরণের সুবিধার্থে আমাদের প্রস্তাব *Bedeutung*-কে (ধারণার স্তরে অর্থ) পুরনো ধারণা নির্দেশ করার কাজে এবং নির্দিষ্টভাবে বাচনিকরূপে "যৌ ক্তি ক" বা "প্র কা শ মূ ল ক" এই জটিল পদদুটো দিয়ে যা বোঝানো হয় সেই অর্থে গ্রহণ করা হোক। *Sinn* (বোধ বা অর্থ সহজকারী) শব্দটি ভবিষ্যতেও আমরা ব্যবহার করবো ; তবে তা আরও বিস্তৃত প্রায়োগিক পরিসরে।[৪]

এভাবেই আমরা দেখি, "দ্যোতিত" বা "অভিব্যক্ত" হোক বা না-হোক এবং চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার সাথে আন্তর্বিজরিত হোক বা না-হোক "অর্থ" হচ্ছে একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য কিংবা আধ্যাত্মিক আদর্শিকতা। শেষ পর্যন্ত দ্যোতকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দিকের সাথে যার সংযুক্তি ঘটতে পারে, কিন্তু এ-সংযুক্তি এর নিজের মধ্যে প্রয়োজনীয় নয়। এর উপস্থিতি, অর্থ বা অর্থের নির্যাস এই আন্তর্বয়নের বাইরে বোধগম্য হয় তখনই, যখন চিহ্নতাত্ত্বিকের মতো রূপতাত্ত্বিকও অর্থ বা দ্যোতিতের একটি বিশুদ্ধ ঐক্য ও সুস্পষ্টভাবে শনাক্তযোগ্য দিকের উল্লেখ করেন।

২. হুসার্লে স্পষ্টভাবে এবং চিহ্নতাত্ত্বিক অনুশীলনে অন্তত পরোক্ষভাবে বিশুদ্ধ অর্থ বা বিশুদ্ধ দ্যোতিতের স্তর নির্দেশ করে অর্থের একটি প্রাকচিহ্ন ও ভাষাপূর্ব স্তরের প্রতি (হুসার্ল যাকে বলেছেন প্রাক—অভিব্যক্তিশীল), যার উপস্থিতি অপেক্‌খার ক্রিয়া ও চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির বাইরে ও আগেই উপলব্ধ হয়। চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়ার কাজ হল এই অর্থকে আলোয় নিয়ে আসা, অনুবাদ ও পরিবহন করা, জ্ঞাপন করা, আকার দেয়া, একে প্রকাশ করা, ইত্যাদি। যে-কোনো দিক থেকেই অবভাস-তাত্ত্বিক এ-ধরনের একটি অর্থ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সচেতনে প্রেরিত হয় অবধারণগত স্বজ্ঞার মাধ্যমে। এ-অর্থ শুরু থেকেই দ্যোতকের অবস্থানে থাকে না, থাকে না অন্বয় ও পার্থক্যের আন্তর্বুননের ভেতর—প্রথম থেকেই যারা এই অর্থ থেকে একটি নির্দেশক, সুপ্তচিহ্ন, লিখনচিহ্ন ও একটি বিন্যাস তৈরি করে। এটা দেখানো যেতো যে অপেক্‌খা থেকে অর্থের উপস্থিতিকে যে-কোনো ছদ্মে নির্মূল করার প্রচেষ্টার মধ্যেই অধিবিদ্যা নিহিত থাকে এবং একটি বিশুদ্ধ অর্থ বা বিশুদ্ধ দ্যোতিতের স্তর বা এলাকা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত বা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে এ-প্রয়াস আবার ফিরে আসে। এ-অবস্থায়

চিহ্নতত্ত্বের পক্ষে দ্যোতিতের পরিচয়কে স্রেফ বাতিল করে দেয়া কিভাবে সম্ভব ? ফলে অর্থের সাথে চিহ্নের এবং দ্যোতিতের সাথে দ্যোতকের সম্পর্ক অন্যতম ব হি রা ঙ্গি ক তা বা আরো ভালো হয় বললে হয়ে দাঁড়ায় : হুসার্লের মতে, পরেরটি প্রথমটির অভিব্যক্তি *(Ausdruck)* বা বহির্বয়নে *(Ausserung)* পরিণত হয়। অ ভি ব্য ক্তি র সাথে যখনই ভাষার সমীকরণ ঘটানো হয় যার অর্থ ভেতরের অন্তরঙ্গ দিকটির নির্বাসন, তখনই আমরা আবার ফিরে আসি সেই জটিলতা আর পূর্বানুমানে, যেগুলো এতোক্ষণ সস্যুর প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করছিলাম ! অ ভি ব্য ক্তি র প্রতি বেশি পক্ষপাত, বিশুদ্ধ ভাষার ক্ষেত্র (ভাষার "যৌক্তিকতা") থেকে "ইঙ্গিত"-এর নির্বাসন ও স্বরের প্রতি বেশি মনোযোগ ইত্যাদির সাথে সমগ্র অবভাসতত্ত্বকে সম্পার্কিত করে যে-ফলাফলগুলো, তাদের সম্পর্কে আমি অন্যত্র ইঙ্গিত দেয়ার চেষ্টা করেছি। এ-পক্ষপাত ইতিমধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে *Logical Researches*-এ, "বিশুদ্ধ নৈয়ায়িক ব্যাকরণ" -এর ওপর যা একটি অভূতপূর্ব কাজ এবং সতেরো-আঠারো শতকের "সাধারণ নৈয়ায়িক ব্যাকরণ" থেকে যা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পষ্ট ; যদিও এসব পুরোনো ফরাসি প্রকল্পের প্রতি কিছু আধুনিক ভাষাবিদ যথেষ্ট গুরুত্ব নির্দেশ করে থাকেন।

ক্রি স্তে ভা ঃ ভাষা যদি সবসময়েই "অভিব্যক্তি" হয় এবং এর সীমা যদি নির্ধারিত হয় এভাবেই, তাহলে কী ধরনের অনুশীলনের মাধ্যমে এবং কতোদূর পর্যন্ত অভিব্যক্তি-শীলতাকে অতিক্রম করা সম্ভব ? অনভিব্যক্তির পক্ষে কতোদূর পর্যন্ত চিহ্নিত করা সম্ভব ? লিখনতত্ত্ব কি ভাষাতাত্ত্বিক সঙ্কেতলিপির বদলে যৌক্তিক-গাণিতিক সঙ্কেত-লিপির ওপর ভিত্তি করে অনভিব্যাক্তিক "চিহ্নতত্ত্ব" হিসেবে গড়ে উঠতে পারতো না ?

দে রি দা : আমার লোভ হচ্ছে একটি আপাত-বিরোধী পথে এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে। এ ক দি কে, অভিব্যক্তিবাদকে কখনোই অতিক্রম করা সম্ভব না, কারণ বাহির-ভিতরের জুটিকে বিপ্রতীপের সহজ কাঠামোয় সংকুচিত করা অসম্ভব ব্যাপার। এই জোড় আসলে অপেক্খার একটি ফল, যেমন ভাষার ফল হচ্ছে এটি নিজেকে প্রকাশমূলক পুনরুপস্থাপন হিসেবে ভেতরে গঠিত বস্তুর বাহ্যিক অনুবাদ হিসেবে উপস্থিত হতে বাধ্য করে। "অভিব্যক্তি" হিসেবে ভাষার উপস্থাপন কাকতলীয় কোনো সংস্কার নয়, বরং এক ধরনের কাঠামোগত আবেশ—কান্ট হলে যাকে হয়তো বলতেন স্বাতিক্রমী বিভ্রম। এই কাঠামোগত আবেশ ভাষা, যুগ ও সংস্কৃতির সাথে বিবর্তিত হয়। এ কথা খুবই সত্যি যে পশ্চিমা অধিবিদ্যা এ-বিভ্রমকে একটি শক্তিশালী পদ্ধতির মধ্যে গ্রথিত করেছে, কিন্তু যদি বলি একমাত্র পশ্চিমা অধিবিদ্যাই এ-কাজ করেছে, তাহলে আবার একটু বেশি বলা হবে। আ রে ক দি কে এবং বিপরীত-ভাবে আমি বলব, যদি অভিব্যক্তিবাদকে কখনো পুরোপুরি অতিক্রম করা সম্ভব না-ও হয়, তাহলেও আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইতিমধ্যেই অভিব্যক্তিশীলতাকে অতিক্রম করা হয়ে গেছে। "অর্থ" (যা "অভিব্যক্ত" হবে) বলতে যা বোঝায় যতক্ষণ পর্যন্ত পার্থক্যের বুনট দিয়ে তা তৈরি থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত

একটি রচনা অর্থাৎ অন্যান্য রচনার প্রতি রাচনিক উল্লেখের বিন্যাস অর্থাৎ একটি রাচনিক রূপান্তরের অস্তিত্ব থাকে, যেখানে প্রত্যেক কথিত "সহজ পদ" শনাক্ত হয় এতে নিহিত অপর পদের সুপ্তচিহ্ন দ্বারা, বুঝতে হবে অর্থের পূর্বানুমিত নিগূঢ় অংশকে এর বহিরাঙ্গিকতা দ্বারা ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

এটি সব সময়ই—ইতিমধ্যেই—নিজেকে বহন করে বাইরে নিয়ে আসে। কোনো অভিব্যক্তি ঘটানোর আগেই এটি (নিজের থেকে) পার্থক্য সৃষ্টি করে। এবং শুধুমাত্র এই শর্তেই এটি একটি বাক্যান্বয় বা রচনা গঠন করতে পারে। একমাত্র এ শর্তেই এটি পারে "চিহ্নিত" করতে। এ-দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের সম্ভবত এ-প্রশ্ন করার দরকার হবে না যে চিহ্নিতকরণে অনভিব্যক্তিশীলতার ক্ষমতা কতদূর। একমাত্র অনভি-ব্যক্তিশীলতাই চিহ্নিতকরণে সক্ষম। কারণ সংশ্লেষণ, বাক্যান্বয়, অপেক্খা ও রচনা না থাকলে ন্যূনতম চিহ্নিতকরণ বলেও কিছু থাকে না। এবং রচনার ধারণাকে এর যাবতীয় প্রয়োগসহ ধারণ করার পর এটি অভিব্যক্তির অব্যর্থক ধারণার সাথে অসমঞ্জস হয়ে পড়ে। কেউ যখন চিহ্নিতকরণকে একমাত্র রচনারই কাজ বলে অভিহিত করেন তখন অবশ্যই বুঝতে হবে তিনি ইতিমধ্যে চিহ্নিতকরণ ও চিহ্নের মূল্যবোধের রূপান্তর ঘটিয়েছেন। কারণ, চিহ্নকে এর সঙ্কীর্ণতম ধ্রুপদী সীমায় বুঝে থাকলেও এর বিপরীতটা বলাই স্বাভাবিক যে : চিহ্নিতকরণই অভিব্যক্তি ; রচনা, যা আসলে কিছুই প্রকাশ করে না—একেবারেই গুরুত্বহীন, ইত্যাদি। রচনাশাস্ত্র হিসেবে লিখনতত্ত্ব তখন পরিণত হবে একটি অনভিব্যক্তিশীল চিহ্নতত্ত্বে। যে-শর্তের ওপর এটি গড়ে উঠবে তা হল চিহ্নের ধারণার রূপান্তর এবং চিহ্ন থেকে এর জন্মগত অভিব্যক্তিবাদের উৎপাটন।

আপনার প্রশ্নের শেষ অংশ আরও কঠিন। এটা এখন পরিষ্কার যে এই সংযম অর্থাৎ ন্যায়গাণিতিক সঙ্কেতলিপির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আসলে অর্থকেন্দ্রিকতা ও ধ্বনিকেন্দ্রি-কতার কাজ, যেখানে এরা অধিবিদ্যা, ধ্রুপদী চিহ্নতত্ত্ব ও অন্যান্য ভাষিক প্রকল্পে প্রাধান্য বিস্তার করে। রুশো, হেগেল প্রমুখের করা অধ্বনিমূলক গাণিতিক লেখার (যেমন লিবনিৎসের "Characteristic") মূল্যায়ন অনেকটা অনিবার্যভাবেই সস্যুরের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল, একইসাথে প্রাকৃতিক ভাষার প্রতি যাঁর ছিল প্রকাশ্য পক্ষপাত (দেখুন : Cours, পৃ: ৫৭)। লিখনতত্ত্ব পূর্বানুমানের এ-পদ্ধতিকে নস্যাৎ করে মুক্তি দেবে ভাষার গাণিতিকীকরণকে এবং সেইসাথে ঘোষণা করবে যে, "বিজ্ঞানের অনুশীলন পরমধ্বনির সাম্রাজ্যবাদের প্রতিরোধ কখনোই করেনি, যেমন, এটি ক্রমাগত আরো বেশি করে অধ্বনিতাত্ত্বিক লেখার শরণ নিয়েছে।"[৫] অর্থ ও ধ্বনি সংযুক্তকারী প্রত্যেক উপাদানই গণিত কর্তৃক সীমায়িত হয়েছে, যার প্রগতি আবার সবসময়ই অঙ্গাঙ্গী জড়িত অধ্বনিমূলক লিপির অনুশীলনের সাথে। এ-ধরনের "লিখন-তাত্ত্বিক" নীতি ও কাজ সম্পর্কে কারো কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই আমার বিশ্বাস। গাণিতিক সঙ্কেতলিপি তার এ-যাবৎ হারানো সাম্রাজ্য আবার ফিরে পাক—অন্তত এটুকু যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে গাণিতিক সঙ্কেতলিপির বিস্তার ও

সাধারণভাবে লেখার কাঠামোদান প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে খুবই ধীরে ও বিবেচনার সাথে। আমার মনে হয় "প্রাকৃতিক" ভাষার মাধ্যমে "প্রাকৃতিক" ভাষার ওপর বিচারমূলক গবেষণা, ধ্রুপদী সঙ্কেতলিপির একটি সামগ্রিক অভ্যন্তরীণ রূপান্তর, লেখা ও "প্রাকৃতিক" ভাষার মধ্যে বিনিময়ের একটি পদ্ধতিগত অনুশীলনের মাধ্যমে এবং সহযোগিতায় এ-ধরনের একটি কাঠামো প্রস্তুত করা উচিত। এটি একটি অসীম কাজ, একদিকে এটি সম্পন্ন করা কখনোই সম্ভব হবে না, অপরদিকে কিছু অপরিহার্য কারণে সম্ভব হবে না প্রাকৃতিক ভাষা ও অগাণিতিক সঙ্কেতলিপির পুরোপুরি সংকোচন ঘটানো। এছাড়া আকারবাদ ও গণিতবাদের আনাড়ি দিকগুলো সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, এ-দিকগুলোর একটি হচ্ছে অধিবিদ্যায় এদের গৌণক্রিয়া, যার ফলে অর্থকেন্দ্রিক ধর্মতত্ত্ব পূর্ণতা পেয়েছে এবং হয়েছে দৃঢ়, যেখানে এরা অধিবিদ্যার বৈধতা ও যৌক্তিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারত। এভাবেই লিবিনৎস-এ একটি বিশ্বজনীন, গাণিতিক ও অধ্বনিমূলক চরিত্রের পরিকল্প অবিচ্ছেদ্য অবস্থায় বিরাজ করে সহজিয়ার অধিবিদ্যা ও সেই সূত্রে স্বর্গীয় প্রজ্ঞা,[৬] ব্র হ্ম ধ্ব নি র সাথে।

এভাবেই অধিবিদ্যার অবিনির্মাণক্রিয়ার সাথে হাত ধরাধরি করে চলে গাণিতিক সঙ্কেত-লিপির অগ্রগতি। এর সাথে যুক্ত হয় স্বয়ং গণিতের আমূল নবায়ন এবং বিজ্ঞান-ধারণা, অঙ্ক যার মডেল হিসেবে সবসময়ই ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

ক্রিস্তেভা : চিহ্নের নিরিখে বিচার যদি বিজ্ঞানসম্মতার একটি বিচার হয় তবে কতদূর পর্যন্ত আপনি লিখনতত্ত্বকে একটি "বিজ্ঞান" বলবেন অথবা বলবেন না? আপনি নির্দিষ্ট কিছু চিহ্নতাত্ত্বিক কাজকে লিখনতাত্ত্বিক প্রকল্পের কাছাকাছি বলবেন কি? যদি বলেন তবে কোনগুলোকে বলবেন?

দেরিদা : লিখনতত্ত্বকে অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মতার ধারণা ও রীতির সাথে সত্তাধর্মতত্ত্ব, অর্থকেন্দ্রিকতা ও ধ্বনিবাদের বন্ধন সৃষ্টিকারী সবকিছুর অবিনির্মাণ ঘটাতে হবে। এটি একটি অকল্পনীয় রকমের বিশাল ও ক্লান্তিকর কাজ—অতিক্রমের লক্ষ্যে সৃষ্ট বিজ্ঞানের ধ্রুপদী প্রকল্পনাকে যেক্ষেত্রে অবশ্যই ক্রমাগত ও অবিরত বিজ্ঞানপূর্ব অভিজ্ঞতাবাদে ফিরে যাওয়ার প্রত্যেকটি সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে হবে। এর জন্য লিখনতাত্ত্বিক অনুশীলনে দরকার এক ধরনের ডবল রেজিস্টারের : এটি একইসাথে আধিবিদ্যক প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাদকে অতিক্রম করবে এবং বিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও চলনে এ-যাবৎ জন্মানো যাবতীয় আধিবিদ্যক বন্ধন থেকে বিজ্ঞানের ফলপ্রসূ কর্মকাণ্ডকে মুক্ত করার কাজে যা কিছুই অবদান রেখেছে প্রতিপাদন করবে তাদেরও। বিজ্ঞান অনুশীলনে যা ইতিমধ্যেই অর্থকেন্দ্রিক সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে শুরু করেছে, লিখনতত্ত্বকে অবশ্যই তার অনুসরণ ও তাকে দৃঢ় করতে হবে। এ-কারনেই লিখনতত্ত্ব "বিজ্ঞান" কিনা, এ প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর নেই তবে এটুকু বলতে পারি, বিজ্ঞানকে এটি নিজের অন্তর্ভুক্ত ও সীমায়িত করে। এটি অনিবার্যভাবে বিজ্ঞানের

শর্তগুলোকে নিজের লেখায় কঠোর ও স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করাবে এবং (আবারও বলতে হচ্ছে) ধ্রুপদী বিজ্ঞানসম্মতার সীমাকে চিহ্নিত ও শিথিল করবে।

একই কারণে, লিখনতত্ত্বের জন্য সহায়ক হয়নি এমন কোনো বৈজ্ঞানিক চিহ্নতাত্ত্বিক কাজ নেই। এবং চিহ্নতত্ত্বে বিজ্ঞান যে-সব লিখনতাত্ত্বিক মোটিফ উৎপন্ন করেছে সেগুলোকে সবসময়েই চিহ্নতাত্ত্বিক আলোচনায় আধিবিদ্যক পূর্বানুমানগুলোর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা যাবে। সস্যুরের *Cours*-এ বিদ্যমান আকারবাদী ও পার্থক্যশীল মোটিফের ওপর ভিত্তি করে এতে সমপরিমাণে উপস্থিত মনস্তত্ত্ববাদ, ধ্বনিতত্ত্ববাদ ও লেখার বিতাড়নের সমালোচনা করা যায়। কেউ যদি হেল্‌ম্‌শ্লেভের আহরণবাদের মতোই সস্যুরের মনস্তত্ত্ববাদ ও অভিব্যক্তিমুখী সব উপাদানের সমালোচনার নিরপেক্ষায়ন, সেই সূত্রে ধ্বনিবাদ অর্থাৎ "কাঠামোবাদ", "অন্তর্বর্তিতা", আধিবিদ্যার সমালোচনা, "অনুশীলনের প্রসঙ্গতত্ত্ব" ইত্যাদি বিষয়ে সব ফলাফলগুলো নির্ণয় করতেন তাহলে যে-আধিবিদ্যক ধারণা এতোদিন আনাড়িভাবে রূপায়িত হয়ে এসেছে (যেমন দ্যোতক/দ্যোতিতের ঐতিহ্যে অভিব্যক্তি/সারের জোড়, দ্যোতক/দ্যোতিতের উভয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগকৃত রূপবন্ধ/বস্তুর বিপ্রতীপ; "অভিজ্ঞতাবাদী নীতি" ইত্যাদি)[৭] পারতেন তাদের চিরতরে দূর করতে। প্রত্যেক পূর্বানুমান বা চিহ্নতাত্ত্বিক গবেষণার এমন একটি অভিজ্ঞতাপূর্ব স্তরের কথাও আবার কেউ বলতে পারেন, যেখানে আধিবিদ্যক পর্বানুমানগুলো সহাবস্থান করে বিচারমূলক মোটিফের সাথে, যার সাম্প্রতিকতম উদাহরণ আমার চেয়ে আপনিই ভালো দিতে পারবেন। এ সরল কারণেই একই ভাষার একটি পর্যায় পর্যন্ত এটি বাস করে। নিঃসন্দেহে লিখনতত্ত্ব যতো-না একটি নতুন বিজ্ঞান কিংবা একটি নতুন বিষয়বস্তু বা ক্ষেত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত একটি নতুন শৃঙ্খলা, তার চেয়ে বেশি এই রাচনিক বিভাগটির সতর্ক অনুশীলন।

১. জাক দেরিদা : অর্থাৎ বুদ্ধিগ্রাহ্য যা। দ্যোতক ও দ্যোতিতের পার্থক্য সবসময়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বুদ্ধিগ্রাহ্যের পার্থক্যকে সূচিত করেছে। এ-ঘটনা এর কৃচ্ছ্রবাদী উৎসের চেয়ে বিংশ শতাব্দীতে কোনো অংশে কম নয়। "আধুনিক কাঠামোবাদী ভাবনা যা স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে : ভাষা হচ্ছে চিহ্নের একটি পদ্ধতি, এবং ভাষাতত্ত্ব হচ্ছে চিহ্নের শাস্ত্র—অর্থাৎ চিহ্নতত্ত্বের (বা সস্যুরের ভাষায় Semiology) একটি অচ্ছেদ্য অংশ। মধ্যযুগীয় সংজ্ঞায় যাকে বলা হয়েছে alioquid stat pro aliquo এবং আমাদের যুগ যাকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, তা এখনও কার্যকরী এবং ফলদায়ক। তাই সাধারণভাবে প্রত্যেক চিহ্নের এবং বিশেষত ভাষিকচিহ্নের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে এর দ্বৈতচরিত্রে : প্রত্যেক ভাষিক অভেদ দুই অংশবিশিষ্ট এবং আচরণ করে দু'প্রকারে : একদিকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে এবং অপরদিকে বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে—প্রথমটিকে বলা হয় signans (বা সস্যুরের Signifier) এবং অপরটি Signatum (বা সস্যুরের Signified)।" (রোমান জ্যাকবসন, Essais de linguistique generale [প্যারিস : Editions de Minuit, ১৯৬৩], পৃঃ ১৬২।)

২. Ed. N. দেখুন De la grammatologie, পৃ: ১৯৬-৮।

৩. T. N. অন্যভাবে বললে অপেক্ খা "পার্থক্যকরণ" ও "স্থগিতকরণ"কে সংযুক্ত ও দ্বিধান্বিত করে এদের সক্রিয় ও অক্রিয় উভয় অর্থে।

৪. T. N. Edmund Husserl, *Ideas* অনুবাদ W. R. Boyce Gibson (New york : Collier Books), পৃ: ৩১৯।

৫. Ed. N. দেখুন De la grammatologie, পৃ: ১২।

৬. জাক দেরিদা : "তবে এ-মুহূর্তে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, আমার চারিত্র্যের ভিত্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রকাশেরও ভিত্তি, কারণ চারিত্র্যের উপাদান হচ্ছে সরল চিন্তাসমূহ ; এবং সরল আকৃতিসমূহ আবার বস্তুর উৎস। এখন, আমি মনে করি, সব সরল আকারই একটি অপরটির সঙ্গে মানানসই। এটা আবার এমন একটি প্রস্তাবনা যার প্রমাণ শেষপর্যন্ত চারিত্র্যের ভিত্তি ব্যতিরেকে আমার পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি স্বীকৃত হয় তাহলে এ-থেকে অবশেষে এ-ও অনুধাবিত হবে ঈশ্বরের প্রকৃতি —যিনি সব সরল আকারের পরম রূপকে বেষ্টন করেন—তিনি সম্ভব। এখন, ওপরে আমরা প্রমাণ করলাম যে ঈশ্বর আছেন—এই শর্তে তার পক্ষে অস্তিত্ববান হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি বিরাজমান। Q. E. D." (রাজকুমারী এলিজাবেথের কাছে লেখা চিঠি, ১৬৭৮।)

৭. Ed. N. দেখুন De la grammatologie, পৃ: 83 ff.

প্রথম প্রকাশ : Information Sur les Sciences Sociales 7.3 June 1968।
অ্যালান বাস সম্পাদিত জাক দেরিদা position থেকে।